গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মহঃ শের আলী অতিরিক্ত সচিব (সচিবের রুটিন দায়িত্বে) স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২১ মার্চ ২০২৩, মঙ্গলবার, বিকাল ৩:১৫ ঘটিকা
স্থান/মাধ্যম	:	ভার্চুয়াল (জুম) প্লাটফর্ম।

সভার আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারগণ মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আজকের সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভাটি পরিচালনা করার জন্য শুদ্ধাচার বিষয়ক এ বিভাগের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১)-কে আহ্বান জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) ও শুদ্ধাচার বিষয়ক এ বিভাগের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত চলতি অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন এবং কোনরূপ সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজনের প্রস্তাব থাকলে তা জানানোর জন্য সংযুক্ত সকলকে অনুরোধ জানান। কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ Confirm (দৃঢ়ীকরণ) করা হয়। তিনি বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তগুলো উপস্থাপন করেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সভাকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

৩. অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) সভায় গৃহিত ১নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ কামরুল আহসান বলেন, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিভাগওয়ারী পরিদর্শনাকালে এলজিইডির কর্মকর্তা, স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক এবং সুধীজনের অংশগ্রহণে নিয়মিত গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গত ১৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ শনিবার চট্টগ্রামে সর্বশেষ গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ার ইউসুফ বলেন, ডিপিএইচই কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গণশুনানী আয়োজন করা হয় না, তবে অংশীজনের সভায় ঠিকাদারসহ বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ বা মতামত/পরামর্শ নিয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক ড. মলয় চৌধুরী বলেন, গণশুনানী গ্রহণের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত। এ বিভাগের সচিব মহোদয় নিয়মিত সশরীরে অথবা অনলাইন প্লাটফর্মে বিভিন্ন গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নোটিশ জারি করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণশুনানী গ্রহণ করে তার তথ্য এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন।

৫. মহাপরিচালক (পমূপ) ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী বলেন, গণশুনানী গ্রহণের বিষয়টি জাতীয় কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কর্মপরিকল্পনাতেও রয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের তুলনায় দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে অংশীজনের পরিমাণ বেশি। তিনি ডিপিএইচইসহ সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে গণশুনানী আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানান।

৬. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব মোঃ ওসমান ভূইয়া বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় কর্তৃক প্রতি সপ্তাহের বুধবার গণশুনানী আয়োজন করা হতো। একদিনে সংকুলান না হওয়ায় প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুই দিন সকল নিবন্ধক কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে অনলাইনে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুনানী গ্রহণকালে প্রাপ্ত সমস্যা ও অভিযোগগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সিস্টেম এনালিস্ট ও শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট জনাব আবু তৈয়ব রোকন জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মাননীয় মেয়র কর্তৃক প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে আনুষ্ঠানিকভাবে গণশুনানী আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতি বুধবার মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালেও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে গণশুনানী গ্রহণ করা হয়।

৭. সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নোটিশ জারি করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়মিত গণশুনানী গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া গত কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত গণশুনানীর সংখ্যা এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮. সভায় গৃহিত ২নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ার ইউসুফ বলেন, রাজশাহী ওয়াসা অধিক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কাজ করা হয় না। তবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টগুলো সচল করার বিষয়ে রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ হতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া প্লান্টগুলো সচল করা সম্ভব না হলে আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ রিমুভাল প্লান্ট করার বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়া যায়।

৯. রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন বলেন, রাজশাহী ওয়াসা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে থাকা অবস্থায় ডিপিএইচই কর্তৃক ০৪(চার)টি আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ রিমুভাল প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত প্লান্টগুলোর সাথে নলকূপের পানির সংযোগ করিয়ে পানি ট্রিটমেন্ট করে তা সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হতো। এ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়মত পানি সরবরাহ করা সম্ভব না হওয়ায় বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যেতো। প্লান্টগুলো তখন থেকেই দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় থাকায় অকার্যকর হয়ে পড়ে। বর্তমানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নলকূপের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এগুলোকে ট্রিটমেন্ট প্লান্টের আওতায় আনতে হলে ২৮-৩০টি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করতে হবে। এ কাজের জন্য ভূমি অধিগ্রহণসহ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও আনুসগিক কার্যক্রমে প্রায় ৩০০০.০০ কোটি (তিন হাজার কোটি) টাকার প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এটি করতে হলে ডিপিএইচই-কে নিয়ে প্রাথমিকভাবে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি করা যেতে পারে মর্মে তিনি জানান।

১০. ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, ঢাকা ওয়াসা অধিক্ষেত্রে যাত্রাবাড়ী ও বাড্ডা এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় গত দুই তিন বছর যাবত পানিতে আয়রনের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। ওই এলাকাগুলোতে ৪০.০০ লক্ষ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ছোট ছোট কম্পোনেন্টের মাধ্যমে আয়রন রিমুভাল প্লান্ট করে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক এই পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে দেখা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১১. সভাপতি বলেন, বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী ওয়াসা অধিক্ষেত্রে স্থাপিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টগুলো সচল করা এবং সচল করা সম্ভব না হলে ১০/১১টি পয়েন্টে আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ রিমুভাল প্লান্ট স্থাপনের বিষয়টি রাজশাহী ওয়াসা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঐ অঞ্চলের প্রধানসহ পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১২. বিগত সভায় গৃহিত ৩নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে সভাপতি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের পাওনা বকেয়ার পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব মোঃ ওসমান ভূইয়া বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ প্রায় ৩৭.০০ কোটি (সাঁইত্রিশ কোটি) টাকা বকেয়া পাওনা রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বকেয়া সিটি কর্পোরেশনের নিকট পাওনা মর্মে তিনি জানান। বকেয়া পাওনাগুলো পরিশোধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৩. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ আদায়কৃত ফি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ইস্যুর ক্ষেত্রে কাগজ, কালিসহ অন্যান্য বাবদ সিটি কর্পোরেশনসমূহের কিছু অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। তাই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ আদায়কৃত ফি'র একটি নির্দিষ্ট অংশ সিটি কর্পোরেশনের অংশ হিসেবে রাখা যায় কী না সে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৪. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সিস্টেম এনালিস্ট জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ তাদের আদায়কৃত ফি এখনো সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। কারণ উক্ত অর্থ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিলে জমা প্রদানের বিষয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা পাওয়ার পর উক্ত অর্থ জমা প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি জানান।

১৫. এ বিষয়ে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১), জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় হিসেবে গণ্য করার অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিষয়ে সম্মতি/মতামত প্রদানের জন্য এ বিভাগ হতে গত ২৮ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে জানায়, সরকারের পক্ষে যে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত ফিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৮৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের সংযুক্ত তহবিলের (কনসলিডেটেড ফান্ড) অংশ হবে। তাই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব হিসেবে গণ্য করে ব্যয়ের সুযোগ নেই মর্মে অর্থ বিভাগ তাদের পত্রে জানায়। বিষয়টি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ সকল সিটি কর্পোরেশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে অর্থ বিভাগ তাদের সিদ্ধান্তে অনঢ় রয়েছে মর্মে জানা গিয়েছে।

১৬. সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে এ খাতে কোনো ফি আদায়ের সুযোগ তৈরী করা যায় কী না তা পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ আদায়কৃত ফি পূর্বের ন্যায় ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৭. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব মোঃ ওসমান ভূইয়া বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ খরচের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ইতোমধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সহায়তা হিসেবে সকল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১৬,৫০০/- (ষোল হাজার পাঁচশত) টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান।

১৮. বিগত সভায় গৃহিত ৪নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব মোঃ ওসমান ভূইয়া বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সার্ভার ডাউনজনিত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। তবে সার্ভার আপডেটের কাজ করার সময় সার্ভার কিছুটা ডাউন থাকে তখন নোটিশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয় মর্মে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, ইউনিসেফ হতে সরবরাহকৃত ০৩(তিন) জন জনবল দ্বারা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের একটি ম্যানুয়ালি কল সেন্টার চালু রয়েছে। এই কল সেন্টারে সারাদেশ থেকে আসা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা বা অভিযোগের সমাধান করা হচ্ছে। সেখানে যেগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয় না সেগুলো নোট করে রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল পার্সনদের সহযোগিতা নিয়ে তা সমাধান করা হয়।

১৯. সভায় গৃহিত ৫নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সাধারণ তথ্য সংশোধনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ডিডিএলজিগণকে ইউজার আইডি ও পার্সওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়েছে। বয়স সংশোধন তথা জন্ম তারিখ পরিবর্তনসহ জন্ম নিবন্ধনের বড় ধরণের তথ্য সংশোধনের আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক রেজিস্ট্রার জেনারেল অনুমোদন দিয়ে থাকেন।

২০. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ জনাব মোঃ এনামুল হক বলেন, ডিডিএলজি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য সংশোধনের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি জন্ম নিবন্ধন সনদের বয়স সংশোধন তথা জন্ম তারিখ পরিবর্তনের ক্ষমতা ডিডিএলজি-গণকে প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান।

২১. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জানান, জন্ম নিবন্ধন সনদে একই সালের জন্ম তারিখ পরিবর্তনের অনুমোদনের ক্ষমতা ডিডিএলজিগণকে দেয়া রয়েছে। ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে জন্ম নিবন্ধন সনদে বয়সের সাল পরিবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা রোধ করার লক্ষ্যে বর্তমানে সাল পরিবর্তন/সংশোধনের অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর নিকট। ডিডিএলজিগণকে উক্ত ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল এর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মর্মে তিনি জানান।

২২. সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জনভোগান্তি যেন না হয় সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। অপরদিকে ভুল তথ্য দিয়ে জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য যেন বার বার সংশোধন না করা হয় সে বিষয়েও নজর রাখতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ইস্যুসহ নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৩. সভায় গৃহিত ৬নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব মোঃ ওসমান ভূইয়া বলেন, পাবনা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হ্যাক হওয়া জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইডি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং তাকে নতুন পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়েছে।

২৪. সভায় গৃহিত ৭নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রুহুল আমিন মিয়া জানান, শ্যামাসুন্দরী খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে এলজিইডি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে একটি বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক একজন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং বুয়েট এর প্রতিনিধি দল রংপুর এসে শ্যামাসুন্দরী খালটি পরিদর্শন করেছেন। বর্ণিত কমিটির নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর খালটি পুনঃখননের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল মার্কেট ও বাজারের দোকান-পাটের বর্জ্য প্রতিদিন রাতে সংগ্রহ করা হয়। এ বিষয়ে প্রচারণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে যার সুফল খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে মর্মে তিনি জানান।

২৫. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) ও শুদ্ধাচার বিষয়ক এ বিভাগের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

২৬. সভায় সংযুক্ত হওয়া অংশীজন জনাব সুলতান মাহমুদ, সাধারণ নাগরিক, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন বলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যমান রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাতসমূহ নতুন করে সংস্কার ও পুন:নির্মাণ করা হয়েছে। আগে সামান্য বৃষ্টি হলেই নগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো। বর্তমানে তা আর হয়না। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আরো একজন সাধারণ নাগরিক জনাব আব্দুর রহমান বলেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে রাতের বেলা বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। দিনের বেলা রাস্তায় বর্জ্য ফেলা হলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হয়। এডিস মশাসহ মশার লার্ভা ধ্বংস করার জন্য সকল ওয়ার্ডে ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে ফলে মশার উপদ্রব অনেক হ্রাস পেয়েছে।

২৭. শরীয়তপুর জেলার পালং ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড থেকে মিজ্ মালেকা, পেশা-গৃহিনী জানান, তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৭০০০/- (সাত হাজার) টাকা খরচ করে একটি গভীর নলকূপ পেয়েছেন। উক্ত এলাকায় আরো বেশ কয়েকটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং নলকূপগুলো স্থাপনের মাধ্যমে এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সমস্যা দূরীভূত হয়েছে মর্মে তিনি জানান। তিনি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় উন্নতমানের শৌচাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

২৮. এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ার ইউসুফ বলেন, ইতঃপূর্বে যে প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে শৌচাগার নির্মাণ করা হতো সে প্রকল্পটি বর্তমানে সমাপ্ত হয়েছে। এরকম কোনো প্রকল্প বর্তমানে পল্লী এলাকায় চলমান নেই মর্মে তিনি জানান।

২৯. যুগ্মসচিব (পানি সরবরাহ) জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে সরেজমিনে পরিদর্শন করে উক্ত এলাকায় একটি উন্নতমানের শৌচাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সংযুক্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।

৩০. সভাপতি এ পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উক্ত স্থানে একটি উন্নতমানের শৌচাগার স্থাপনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩১. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালাহরিপুর ইউনিয়নের বারাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা জনাব আল আমিন, পেশা-কৃষক বলেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে তার বাড়িতে একটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং উক্ত নলকূপ থেকে ১০(দশ)টি পরিবার আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানির সুবিধা পাচ্ছেন মর্মে তিনি জানান।

৩২. চট্রগ্রামের স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক পূর্বদেশ এর সাংবাদিক জনাব আসহাব আরমান বলেন, নগরবাসীর স্বাচ্ছন্দে চলাচল নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়মিত ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে

বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল ওয়ার্ডে অনলাইনে বিভিন্ন সনদ ও নাগরিক সেবা পাওয়া যাচ্ছে। মশক নিধনের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে কিন্তু মশার উপদ্রব কমছে না। নগরীতে অবস্থিত খালে বাঁধ দেওয়ার কারণে সেখানে মশার লার্ভা উৎপাদন হচ্ছে এবং মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৩৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব জনাব খালেদ মাহমুদ জানান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধনের জন্য বিভিন্ন ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় খালে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষার আগেই এপ্রিল ২০২৩ মাসের মধ্যে বাঁধগুলো অপসারণ করা হবে মর্মে তিনি জানান।

৩৪. জনাব সুভাশীষ দাস, ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অনলাইনে ই-ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম শতভাগ চালুকরণ নিঃসন্দেহে একটি জনবান্ধব উদ্যোগ। এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সহজীকরণ এবং মশক নিধনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সুনজর দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

৩৫. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ বলেন, জন্ম নিবন্ধনের বকেয়া টাকার প্রতিবেদন/তথ্য যথাসময়ে না পাওয়ায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৩৬. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল জানান, এ বিষয়ে একটি ড্যাশবোর্ড নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এটি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে জন্ম নিবন্ধন কার্যালয়গুলোর নিকট জন্ম নিবন্ধনের বকেয়া টাকার পরিমাণ দেখা যাবে। তিনি জন্ম নিবন্ধনের বকেয়া টাকার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য আগামী ৭(সাত) দিনের সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হবে মর্মে জানান।

৩৭. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে সকল বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকারবৃন্দের সভা নিয়মিত আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানান।

৩৮. এ বিষয়ে মহাপরিচালক (পমূপ) ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী জানান, সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল বিভাগের ডিএলজিগণকে নিয়ে খুব শীঘ্রই সভা আয়োজন করা হবে। তিনি আরও জানান ইতঃপূর্বে ডিএলজিদের সাথে সচিব মহোদয়ের অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেকগুলো কার্যক্রম হয়েছে।

৩৯. সভাপতি সভায় সংযুক্ত হওয়া অংশীজনদের ধন্যবাদ জানান। তিনি ভবিষ্যতেও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাদের সাথে আলোচনা করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৪০. **সভার সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনার শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নোটিশ জারি করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়মিত গণশুনানী গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। গত কোয়ার্টারে (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) অনুষ্ঠিত গণশুনানীর সংখ্যা এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল)]
২।	রাজশাহী ওয়াসা অধিক্ষেত্রে স্থাপিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টগুলো সচল করা এবং সচল করা সম্ভব না হলে ১০/১১টি পয়েন্টে আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ রিমুভাল প্লান্ট স্থাপনের বিষয়টি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধানসহ পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	(ক) রাজশাহী ওয়াসা (খ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ আদায়কৃত ফি ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	(ক) সিটি কর্পোরেশন (সকল) (খ) পৌরসভা (সকল) (খ) ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)।
৪।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ইস্যুসহ নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করতে হবে।	(ক) পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) (খ) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

৫।	শরীয়তপুর জেলার পালং ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিজ মালেকা, পেশা-গৃহিনী এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ওয়ার্ডে অবস্থিত তার বাড়ীতে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উন্নতমানের শৌচাগার স্থাপনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬।	জন্ম নিবন্ধন কার্যালয়গুলোর নিকট জন্ম নিবন্ধনের বকেয়া টাকার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য আগামী ৭(সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

৪১. পরিশেষে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৮/০৩/২০২৩ খ্রি:
(ড. মহঃ শের আলী)
অতিরিক্ত সচিব
(সচিবের রুটিন দায়িত্বে)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০২.২২-৩৪৬(১/৪০)

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৯ / ২৮ মার্চ ২০২৩

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল)/মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. যুগ্মসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার ..... বিভাগ (সকল)।
৪. উপসচিব (প্রশাসন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ঢাকা।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/সিলেট/ময়মনসিংহ/গাজীপুর/ রংপুর/বরিশাল/কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
৬. জনাব ....., ...।

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. অফিস কপি।

২৮.০৩.২০২৩

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd